গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বাজেট অধিশাখা

বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC)'র সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতির নাম	:	আবু হেনা মো: রহমাতুল মুনিম, সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
সভার তারিখ	:	১৫-০৫-২০১৮ খ্রী:
সভার স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

অর্থ বিভাগের দিক নির্দেশনায় মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (MTBF)'র আওতায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC)'র সভাপতি জনাব আবু হেনা মো: রহমাতুল মুনিম এর সভাপতিত্বে ১৫-০৫-২০১৮ তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে ২০২০-২১ অর্থবছরের রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে ২০২০-২১ অর্থবছরের অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেটের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা **পরিশিষ্ট 'ক'** হিসেবে সংযুক্ত করা হ'ল।

২.০. **আলোচনা:**

২.১. উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উপ-সচিব (বাজেট) সভাকে অবহিত করেন যে, অর্থ বিভাগে অনুষ্ঠিত গত ০৮-০৪-২০১৮ তারিখের ত্রিপক্ষীয় সভায় এ বিভাগের আয় ও ব্যয়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত আয় ও ব্যয়সীমা অনুয়ায়ী এ বিভাগের বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ আলোচনা ও পর্যালোচনার নিমিত্ত গত ১০-০৫-১৮ তারিখে একটি BWG সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় এ বিভাগসহ দপ্তর/সংস্থার বাজেট বিস্তারিত বিভাজন করে BMC সভায় উপস্থাপনের সুপারিশ করা হয়। তিনি আরও বলেন যে, প্রদত্ত আয় ও ব্যয়সীমা অনুযায়ী অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণের আওতায় এ বিভাগ এবং এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২১ অর্থ বছরের রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণের লক্ষ্যমাত্রা প্রস্তুত করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যয়সীমার মধ্যে এ বিভাগ এবং এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট প্রাক্কলন এবং ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রক্ষেপণের বিস্তারিত বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। উপ-সচিব (বাজেট) অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ এবং বাজেটে প্রস্তাবিত ব্যয়সীমা (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) এর মধ্যে এ বিভাগ ও এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থার প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণের বিস্তারিত বাজেট সভায় উপস্থাপন করেন যা নিম্নরূপ:

২.২ **রাজস্ব আয়ের প্রাথমিক প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ:**

অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত আয়সীমা:

(কোটি টাকায়)

কোড	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৮-১৯	প্রক্ষেপণ	
			২০১৯-২০	২০২০-২০২১
১	২	৩	৪	৫
৪২	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১৭১২.১৩	১৯১৭.৫৯	২১৪৭.৭০

(ক) **এ বিভাগ এবং এ বিভাগের দপ্তর/ সংস্থার রাজস্ব আয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ নিম্নরূপ:**

(লক্ষ টাকায়)

দপ্তর/অধিদপ্তর	প্রকৃত আয়		বাজেট	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	
	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
সচিবালয়	৪৮৯.৮৫	৫৫.১৯	৫১২.৮৩	৫২০.০০	৫৩০.০০	৫৫০.০০
হাইড্রোকার্বন	-	-		.৫০	১.০০	১.৫০
জিএসবি	১১.৫৪	১২.৯২	২০.৯০	১৪.০০	১৫.০০	১৬.০০
বিএমডি	৪৮৫০.৬২	৩৫৪১.৫৯	৬২০০.১০	৩৯৬৬.৫৮	৪৪৪২.৫৭	৪৯৭৫.৬৮
বিস্ফোরক পরিদপ্তর	৬১৫.১২	৬৮৮.৭৬	৬০৭.৬৩	৬৮০.৫৪	৬৮০.৫৪	৬৮০.৫৪
বিপিআই	০	০	০	৩০.০০	৩৫.০০	৪০.০০
পেট্রোবাংলা	৭১৬৮৯.০২	৮১৪৩৭.১০	৯২০৫০.০০	৯১০০০.০০	৯২০০০.০০	৯৩০৬০.০০
বিপিসি	০	০	২০০০০০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০
সর্বমোট	৭৭৬৫৬.১৫	৮৫৭৩৫.৫৬	২৯৯৩৯১.৪৬	১১৬২১১.৬২	১১৭৭০৪.১১	১১৯৩২৩.৭২

*** অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত আয়ের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কম আয়ের লক্ষ্যমাত্রা প্রস্তাব করা হ'ল।

পরের পৃষ্ঠায়:

৩.০ **বাজেট (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ ব্যয়:**

৩.১ অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয়সীমার মধ্যে এ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বাজেট (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত করতে হবে। জিএসবি'র অধীনে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় (ক) "বাংলাদেশে উত্তোলনযোগ্য সাদা মাটির উপস্থিতি, বিস্তার, মজুদ, গুণগতমান ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন", "(Occurrence, Extent, Reserve, Quality And Economic Potentiality Of Mineable White Clay of Bangladesh)" (July 2018 - June 2021) (খ) "বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের রাসায়নিক গবেষণা কাজের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গবেষণাগার আধুনিকীকরণ, (July 2018- June 2021) (গ) "বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় ভূপদার্থিক জরিপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ সুপেয় পানির আধার অনুসন্ধান "(Exploration of Fresh Water Aquifer in the South-Western Coastal Areas of Bangladesh by using Geophysical Techniques)" (July 2018- June 2021) ৩টি অননুমোদিত কর্মসূচি অনুন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বিভাগ এবং এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থার বাজেট (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ নিম্নরূপ:

৩.২ **অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাবিত ব্যয়সীমা (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন):** :

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয় কোড	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয়সীমা					প্রক্ষেপণ	
		পরিচালন	উন্নয়ন			মোট	২০১৯-২০	২০২০-২১
			জিওবি	পিএ	উপমোট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৪২	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১৬৪.৭১	৬১১.৯৪	১২০৭.৯৭	১৮১৯.৯১	১৯৮৪.৬২	২১৮৩.০৮	২৪০১.৩৯

৩.৩ অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাবিত ব্যয়সীমার মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য ১৮১৯৯১.০০লক্ষ টাকা এবং ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য যথাক্রমে ২১১৯৫৫.০০ ও ২৩৩৩৮৭.০০ লক্ষ টাকা উন্নয়ন বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর হতে অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ০৩ (তিন) টি কর্মসূচীর প্রস্তাব করা হয়েছে যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বাজেটে সংকুলান করা হয়েছে। অনুন্নয়ন বাজেটে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য ১৬৪৭১.০০ লক্ষ টাকা এবং ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য যথাক্রমে ৬৩৫৩.০০ ও ৬৭৫২.০০ লক্ষ টাকা এ বিভাগ এবং এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে ঃ

৩.৪ **অনুন্নয়ন ব্যয়:**

(ক) অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয়সীমার মধ্যে এ বিভাগ ও এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থার বাজেট (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ব্যয়সীমার প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

দপ্তর/সংস্থা	বাজেট ২০১৭-১৮	বাজেট প্রাক্কলন ২০১৮-১৯	বাজেট প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	বাজেট প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
সচিবালয় (জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ) জিএসবি'র ৪ টি কর্মসূচী ও ব্লু ইকোনমিক সেলের বরাদ্দসহ	১৮৬৬.২৩	১৫৪১.০০	১২০৪.৩৮	১২৪৮.১০
হাইড্রোকার্বন ইউনিট	১৯৫.০০	৩২০.৮০	২৬৫.১১	২৯০.৮৭
আন্তর্জাতিক সংস্থার চাঁদা	১.১০	১.২০	১.২০	১.২০
জিএসবি	৬৫১৯.৫১	১৩২০০.০০	৩২৭২.৩১	৩৪৪২.০৩
বিস্ফোরক পরিদপ্তর	২৩২১.৫৬	৭৯৪.০০	৬২৫.২৯	৬৮৩.৬৮
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	২০৫.০০	৩৫৯.০০	৩৪৮.০৭	৩৪৭.৮৫
বিপিআই	১৯৫.৬০	২৫৫.০০	৬৩৬.৬৪	৭৩৮.২৭
মোট অনুন্নয়ন ব্যয়=	১১৩০৪.০০	১৬৪৭১.০০	**৬৩৫৩.০০**	৬৭৫২.০০

পরের পৃষ্ঠায়

৩.৫ **উন্নয়ন ব্যয়:**

(ক) এ বিভাগের দপ্তর /সংস্থা হতে প্রস্তাবিত উন্নয়ন ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

দপ্তর/সংস্থা	বাজেট ২০১৭-১৮	বাজেট প্রাক্কলন ২০১৮-১৯	বাজেট প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	বাজেট প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
সচিবালয় থোক বরাদ্দ	৬৩৭৬৩.০০	৩২০০.০০	০	০
পেট্রোবাংলা	১৩৯৪৬৫.০০	১০১৯৮৯.০০	১৩১৭৬৩.৩৯	১৫২২৫৫.১৫
বিপিসি	৫০০১.০০	৭৫২৯২.০০	৭৮৬৭২.০২	৭৯৬০২.০২
জিএসবি	২৯০০.০০	১৫১০.০০	১৫২০.০০	১৫৩০.০০
মোট উন্নয়ন ব্যয়	২১১১২৯.০০	১৮১৯৯১.০০	২১১৯৫৫.৪১	২৩৩৩৮৭.১৭

***২০১৮-১৯ অর্থ বছরে উন্নয়ন ব্যয় খাতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যয়সীমার মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট প্রাক্কলন ১৮১৯৯১.০০ লক্ষ টাকা এবং বাজেট প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে যথাক্রমে ২১১৯৫৫.০০ ও ২৩৩৩৮৭.০০ লক্ষ টাকার প্রস্তাব করা হ'ল।

৪.০ এ বিভাগের প্রস্তাবিত ব্যয়সীমা (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন):

(লক্ষ্য টাকায়)

দপ্তর/সংস্থা	বাজেট ২০১৭-১৮	বাজেট প্রাক্কলন ২০১৮-১৯	বাজেট প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	বাজেট প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
অনুন্নয়ন ব্যয়	১১৩০৪.০০	১৬৪৭১.০০	৬৩৫৩.০০	৬৭৫২.০০
উন্নয়ন ব্যয়	২১১১২৯.০০	১৮১৯৯১.০০	২১১৯৫৫.০০	২৩৩৩৮৭.০০
সর্বমোট ব্যয়	২২২৪৩৩.০০	১৯৮৪৬২.০০	২১৮৩০৮.০০	২৪০১৩৯.০০

৪.১. বিপিসি,র পরিচালক জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সভায় বলেন যে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় বিপিসি'র লোকসান শুরু হয়েছে। ফলে বর্তমানে ফার্নেস অয়েল এর ক্ষেত্রে লিটার প্রতি ৯.৪৭ টাকা, ডিজেল এর ক্ষেত্রে লিটার প্রতি ৩.৮৯ টাকা এবং কেরোসিন এর ক্ষেত্রে লিটার প্রতি ৩.৭১ টাকা বিপিসি'র লোকসান হচ্ছে। ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেও বিপিসি'র লোকসান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিপিসি'র নির্ধারিত আয়ের লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, একেবারে লভ্যাংশ না দেয়ার চেয়ে সরকারের কোষাগারে কিছু লভ্যাংশ দেয়া প্রয়োজন। তিনি বিপিসিকে ২০০০০.০০ লক্ষ টাকা হারে সরকারের কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান করার পরামর্শ দেন।

৪.২. বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)'র পরিচালক এবং খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র সহকারি পরিচালক সভায় বলেন যে, তাদের অনুকূলে যে ব্যয় সীমা প্রদান করা হয়েছে তা দিয়ে আগামী ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ব্যয় নির্বাহ সম্ভব নয়। কারণ ৫% বেতন বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ব্যয় এবং অন্যান্য খাতের ব্যয় বৃদ্ধি প্রয়োজন এবং সেজন্য অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়াজন হবে। এ প্রসঙ্গে এ বিভাগের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সভায় বলেন যে, অর্থ বিভাগ হতে ব্যয় সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে ফলে ibas-2 তে অতিরিক্ত বরাদ্দের এন্ট্রি দেয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে যথাসম্ভব ব্যয় সংকোচন করে বিস্তারিত বিভাজন ও ব্যাখ্যাসহ অর্থ বিভাগের আগামী রেশনালাইজ সভায় হার্ডকপি উপস্থাপনের মাধ্যমে বাজেট বরাদ্দের ব্যয়সীমা হ্রাস/বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৪.৩ বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি),খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র পরিচালক এবং বিস্ফোরক প্রধান সভায় বলেন যে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অনুন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ ibas-২ তে এন্ট্রি দেয়ার সময় বিভিন্ন কোড না পাওয়ায় বরাদ্দকৃত অর্থ এন্ট্রি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, কোডের নতুন শ্রেনীবিন্যাসে এন্ট্রি দিতে যে জটিলতার সৃস্টি হয়েছে তা অর্থ বিভাগের F S M U (আইটি সেল) এর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে BC-2 এর আলোকে এন্ট্রি সম্পন্ন করতে হবে।

৪.৪ জনাব রেশাদ মহম্মদ ইকরাম আলী মহাপরিচালক জিএসবি সভাকে অবহিত করেন যে, সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার ডাউকি নদীর পাড়ে Eocene যুগের limestone এর ভূতাত্ত্বিক হেরিটেজ ঘোষিত ২২ একর জমি অধিগ্রহণ এর জন্য ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের অনুন্নয়ন বাজেটে যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা প্রশাসনিক জটিলতার কারণে চলতি অর্থ বছরে ব্যয় করা সম্ভব নয়। বিধায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১০০.০০(একশত) কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি উপ-সচিব জনাব মোঃ হাসানুল মতিন সভায় বলেন যে,ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় না করে একই কাজের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পূনরায় অর্থ বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব বাজেট আইনের পরিপন্থী । তাই এক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে যথাযথ ব্যবহারে সর্বাত্মক চেষ্টা করা প্রয়োজন।

পরের পৃষ্ঠায়

৫.০ সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্তঃ

৫.১. অনুচ্ছেদ-২.২ এর (ক) উপানুচ্ছেদ এ বর্ণিত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ অনুমোদন করা হ'ল।

৫.২ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জন্য অনুন্নয়ন বাজেটে ১৬৪৭১.০০ লক্ষ টাকা এবং উন্নয়ন বাজেটে ১৮১৯৯১.০০ লক্ষ টাকা মোট ১৯৮৪৬২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২০ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন বাজেট যথাক্রমে ৬৩৫৩.০০ লক্ষ টাকা এবং ৬৭৫২.০০ লক্ষ টাকা এবং উন্নয়ন বাজেট যথাক্রমে ২১১৯৫৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ২৩৩৩৮৭.০০ লক্ষ টাকা বাজেট প্রক্ষেপণ অনুমোদন করা হ'ল;

৫.৩. অনুচ্ছেদ-৩.৪(ক) এ বর্ণিত অনুন্নয়ন বাজেটের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ অনুমোদন করা হ'ল;

৫.৪. অনুচ্ছেদ-৩.৫ এ বর্ণিত উন্নয়ন বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ অনুমোদন করা হ'ল;

৫.৫. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটে ৩২০০.০০ লক্ষ টাকা থোক বরাদ্দের প্রস্তাব অনুমোদন করা হ'ল;

৫.৬. বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের জন্য সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার ডাউকি নদীর পাড়ে Eocene যুগের limestone এর ভুতাত্ত্বিক হেরিটেজ ঘোষিত ২২ একর জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন বাজেটে ১০০.০০(একশ) কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব অনুমোদন করা হ'ল;

৫.৭. একনেক কর্তৃক নতুন অনুমোদিত জিএসবি'র প্রকল্পের ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধিত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে এবং

৫.৮. ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ (আয় ও ব্যয়) এর অনুন্নয়ন এবং উন্নয়ন বাজেটের বিস্তারিত বিভাজনের হার্ড কপি প্রেরণ করতে হবে।

৬.০. পরিশেষে সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/
২৪-০৫-২০১৮
(আবু হেনা মো: রহমাতুল মুনিম)
সচিব
ও
সভাপতি
বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (বিএমসি)
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

নং ২৮.০০.০০০০.০১২.২০.০৩২.১৪- ১৭০ তারিখ: ২৪.০৫.২০১৮ খ্রীঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, ঢাকা {(দৃঃ আঃ অতিরিক্ত-সচিব (বাজেট-০৫)}।
২. চেয়ারম্যান, বিপিসি, চট্টগ্রাম{(দৃঃ আঃ পরিচালক (অপাঃ ও পরিঃ)}।
৩. চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা {(দৃঃ আঃ পরিচালক (অর্থ)}।
৪. বিভাগ প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, বিপিআই, উত্তরা, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৭. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৮. অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৯. অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
১০. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১. সচিব, বিইআরসি, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১২. মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১৩. উপ-সচিব (বাজেট শাখা-১৫) অর্থ বিভাগ, ঢাকা।
১৪. পরিচালক, শিল্প ও শক্তি সেক্টর, আইএমইডি, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১৫. উপ-প্রধান, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৬. সচিবের একান্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

১৭. পরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৮. প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১৯. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
২০. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
২১. আইসিটি কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২২. অফিস কপি।

২৪.৫.১৮
(মোছাঃ হুমায়রা বেগম)
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
ফোন ৯৫৭০৪৮০